ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ট্রাকের ধাক্কায় মানসিক প্রতিবন্ধী নিহত

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ঝাউদিয়া এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় এক মানসিক প্রতিবন্ধী নিহত হয়েছে।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) ভোররাতে উপজেলার ঝাউদিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মন্নু মোল্লা (৪০) উপজেলার বিজুলিয়া গ্রামের আবু তৈয়ব মোল্লার ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, মানসিক প্রতিবন্ধী মন্নু মোল্লা রাতে শৈলকুপা- হাটফাজিলপুর সড়কে ঘুরাঘুরি করছিলো। রাত ৩ টার দিকে একটি ট্রাক তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। ভোরে স্থানীয়রা রাস্তার পাশের তার লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ এসে তার লাশ উদ্ধার করে।

শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ন কবির মোল্লা বলেন, ধারনা করা হচ্ছে ট্রাকের ধাক্কায় মন্নু নিহত হয়েছে। অভিযোগ না থাকায় পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

৭ বছর পর পরিবার ফিরে পেলো মানসিক প্রতিবন্ধী জাহাঙ্গীর

হারানোর সাত বছর পর প্রতিবন্ধী জাহাঙ্গীরকে কাছে পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন স্বজনরা। ভাইকে বুকে টেন নিয়ে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেন বড় ভাই আব্দুর রহমান।

গতকাল বুধবার বিকালে মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ ও বর্ডারগার্ড বাংলাদেশের সদস্যরা প্রতিবন্ধী জাহাঙ্গীর (৩৫) কে তার স্বজনদের হাতে তুলে দেন।

জাহাঙ্গীর মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার নিলাম্বরপট্টি এলাকার মৃত আমির উদ্দিনের ছেলে।

বড় ভাই আব্দুর রহমান বলেন, ৭ বছর আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল মানসিক প্রতিবন্ধী জাহাঙ্গীর। মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজন জাহাঙ্গীরকে খুঁজতে সাত বছর পথে পথে ঘুরছিল। অবশেষে সৃষ্টিকর্তার দয়ায় এবং বিজিবি ও পুলিশের সহযোগিতায় প্রতিবন্ধী ভাই জাহাঙ্গীরকে আবার ফিরে পেলাম।

তিনি জানান, জাহাঙ্গীরের বয়স এখন ৩৫ বছর। ৭ বছর আগে হারিয়ে যাওয়ার পর সব কিছু ভূলে গেলেও রক্তের বাধন কখনও ছিন্ন হয়নি। স্বজনদের দেখা মাত্রই সে অতি সহজে চিনে নিয়েছে।

আব্দুর রহমান বলেন, সংসারের স্বচ্চলতা ফেরাতে জাহাঙ্গীর কুয়েতে গিয়েছিল। সেখানে দুই বছর থাকার পর মাথায় সমস্যা দেখা দেই। পরে বাড়ি এসে ঢাকাতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছিল। বাড়ি থেকে বের হয়ে চলে যাবে ভেবে শিকল পরিয়ে রাখা হতো তাকে। আমি কাজের জন্য বাহারাইন যায়। সেখানে যাওয়ার পর আর ভাইয়ের সাথে দেখা হয়নি। জাহাঙ্গীর স্থানীয় একটি মাদ্রাসাতে হাফেজি পড়েছে। জাহাঙ্গীরকে গ্রহণের সময় বড় ভাবি ফুলবানু নেছা, ভাতিজা মূর্শেদ আলম, গণ্যমান্য ব্যাক্তি পান্নু শেখ উপস্থিত ছিলেন।

জাহাঙ্গীরের ভাতিজা মূর্শেদ আলম বলেন, চাচা জাহাঙ্গীর সাত বছর আগে বাড়ি থেকে সবার অজান্তেই বের হয়েছিল। এরপর আর ফিরে আসেননি। আমরা অনেক খোঁজাখুজি করেছি, কিন্তু পাইনি। তার বাবা তাকে খুঁজে না পেয়ে এক সময় মারা যান। এ অবস্থায় গত ১৩ আগষ্ট আমাদের সিঙগাইর থানা পুলিশ আমাদের খোঁজ দেন। পুলিশের কাছ থেকে নিশ্চিত হয়ে তাকে নিতে গাংনী থানায় আসি আমরা। সাত বছর পর চাচাকে পেয়ে আমরা খুব খুশি। এজন্য বিজিবি ও গাংনী পুলিশকেও ধন্যবাদ জানাই।

৪৭ বিজিবির খাঁসমহল বিওপি ক্যাম্প কমান্ডার শাহাবুদ্দিন জানান, গত (১১ আগষ্ট) দিবাগত রাত সাড়ে আটটার দিকে গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তী খাঁসমহল গ্রামের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৩৮ এর ৪ এস নিকট সন্দেহতীতভাবে ঘোরাফেরা করার সময় বিজিবির একটি টহল টিম আটক করে তাকে। প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও সে কোনো কথা বলেনি। পরে গাংনী থানা পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, প্রথমে তাকে জেল পলাতক কোনো দাগী আসামি ভাবা হয়েছিল। পরে

তার দেওয়া তথ্য নিশ্চিত করতে মানিকগঞ্জের সিংগাইর থানার সাথে যোগাযোগ করা হয়। ওই থানা পুলিশ এলাকায় গিয়ে বিস্তারিত শুনে ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে নিশ্চিত হন সে একজন মানসিক প্রতিবন্ধী। পরে পরিবারের লোকজন ও ওই এলাকার গণমান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে স্বজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মুজিবনগরে নিখোঁজের এক দিন পর মানসিক প্রতিবন্ধীর লাশ উদ্ধার

মুজিবনগরে নিখোঁজের এক দিন পর ভুট্টা ক্ষেত থেকে মানসিক প্রতিবন্ধী আয়ুব আলীর লাশ উদ্ধার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার (০৮ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার হাটের পশ্চিমে তারের কোল নামক মাঠে মানিকনগর গ্রামের আলী মল্লিকের কলা ক্ষেতে কাজ করার সময় সুজয় নামের লেবার পাশে বল্লভপুর গ্রামের হুদা মাষ্টারের ভুট্টা ক্ষেতে লাশ পড়ে থাকতে দেখে আশে পাশের লোকজনকে খবর দিলে লোকজন এসে সনাক্ত করে এটি আইয়ুব আলীর লাশ। পরে মুজিবনগর থানা পুলিশকে খবর দিলে থানা পুলিশ এসে লাশ হেফাজতে নেয়।

থানা পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত শেষে লাশ ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর সদর হাসপাতালে প্রেরণ করে।

মৃত আয়ুব আলীর পরিবারের সাথে কথা বলে জানা গেছে গত ১৫ দিন থেকে তার মাথার সমস্যা দেখা দিয়েছিল। গতকাল বুধবার সকাল দশটার দিকে সে বাড়ি থেকে বের হয় দুপুরে বাড়িতে না ফিরলে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে। বিকেলে এলাকায় তার নিখোঁজের জন্য মাইকিং করা হয়। সাথে চলতে থাকে খোঁজাখুঁজি সকালে খোঁজ পেয়ে এসে দেখে ভুট্টা ক্ষেতে তারা লাশ পড়ে আছে।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জ্বল দত্ত জানান,খবর পেয়ে লাশ পুলিশ হেফাজতে নেয়। লাশের কিছু অংশ শিয়াল বা অন্য কোন প্রাণীতে খেয়ে ফেলেছে এবং পাশে একটি বিষের বোতল পাওয়া

গেছে। প্রাথমিক তদন্ত শেষে নিশ্চিত হওয়া যায়নি এটা হত্যা না অন্য কিছু লাশ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলে বোঝা যাবে উপকৃত ঘটনা সম্পর্কে।

এ দিকে মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক (পিপিএম বার, বিপিএম) ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

মুজিবনগরে স্থানীয় সাংবাদিকের সহযোগিতায় মানসিক প্রতিবন্ধী খুঁজে পেল পরিবার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে দীর্ঘ চার বছর ধরে নিখোঁজ মানসিক প্রতিবন্ধী মিন্টু বাগচি মুজিবনগরের স্থানীয় সাংবাদিক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান(শের খান) ও সানোয়ার হোসেন ডালিম এর সহযোগিতার মাধ্যমে ফিরে পেয়েছে তার পরিবার।

মিন্টু বাগচি গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার হাইসুর গ্রামের নারায়ণ বাগচির ছেলে।

এ সম্পর্কে স্থানীয় সাংবাদিক হাসান মুস্তাফিজুর রহমান (শের খান) জানান, গত শনিবার সহকর্মী ডালিমের মাধ্যমে জানতে পারি যে শুক্রবার রাতে মুজিবনগর থানার টহল পুলিশ একজন মানসিক প্রতিবন্ধীকে আহত অবস্থায় মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ ভর্তি করেছে।

গতকাল শনিবার সকালে আমরা হসপিটালে গিয়ে তাকে সেখানে ভর্তি অবস্থায় পাই এবং বিভিন্নভাবে তার সাথে কথা বলে তার পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা করি এবং জানতে পারি যে তার নাম মিন্টু বাগচি তার বাড়ি হাইসূর যেহেতু নামটা আমাদের অপরিচিত সেহেতু আমরা অনেক চেষ্টার পর জানতে পারি যে গ্রামটি গোপালগঞ্জ জেলায় এবং কাশিয়ানী উপজেলায়। পরে আমি আমার ভোরের কাগজের কাশিয়ানী উপজেলা প্রতিনিধি মামুন ভাই কে ফোন দিলে তিনি সেখানকার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের

চেয়ারম্যান এবং হাইসূর গ্রামের একটি বৃদ্ধাশ্রমের পরিচালক কে জানান। বেলা চারটার দিকে মিন্টু বাগচীর পরিবার আমার সাথে যোগাযোগ করে এবং তার চাচাতো ভাই পার্থ বাগচী শনিবার রাত দশটার সময় মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ আসেন তার কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে মিন্টু বাগচী ২০১৮ সাল থেকে মানসিক সমস্যায় ভুগছে তার চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তার মা তাকে ইন্ডিয়ায় নিয়ে গিয়েছিল ২০১৯ সালের মাঝামাঝি সেখান থেকে সে নিখোঁজ হয়। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি সে কিভাবে ভারত থেকে বাংলাদেশে এসেছে তা আমরা বলতে পারব না। ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ যে দীর্ঘ চার বছর পরে আমরা আমাদের ভাইকে ফেরত পেয়েছি।

পার্থ বাগচি আজ রবিবার সকালে হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে দীর্ঘ চার বছর পর তার ভাই মিন্টু বাগচিকে নিয়ে সে নিজ গ্রাম গোপালগঞ্জের হাইসূরের রওনা হয়।